আধুনিক স্বাস্থ্য - বিজ্ঞান বিতর্কিত কেন

জয়ন্ত দাস

কথোপকনটা শু হয়েছিল বেশ চমকপ্রদভাবে। 'আমেরিকার ডাক্তারগুলো হল একেকটা সাদা গ..' ভদ্রলোক বলছিলেন। বাঙালি স্মৃতিচারণ করছিলেন ছোটবেলার সেইসব চমৎকার দিনগুলোর কথা। যখন আধা - গ্রাম আধা - শহরে পুকুরপারে পেয়ারা গাছটিতে ইস্কুল পালানো দুপুর কেটে যেত, যখন ইংল্যান্ডের স্টেট টিমকে বলা হত এম সি সি, আর সেই দল খেলতে এলে চায়ের দোকানে ট্রানজিস্টারের ওপর বিড় পড়ত হুমড়ি খেয়ে, সংস্কৃত ক্লাসে ইস্কুলঘরে উড়ত কাগজের এরোপ্লেন, রাজেশ খান্নার শু পাঞ্জাবির বিসর্জন - বাজনা বাজিয়ে দিয়ে 'শোলে'র অমিতাভ - আমজাদ ডায়লগ ছেলেদের মুখে মুখে ফিরত। এবং মফঃস্বলের ডাক্তারবাবু হাত বাড়িয়ে নাড়ি দেখে পেট টিপে বুকে কল বসিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখতেন খসখস করে, কম্পাউন্ডার বানিয়ে দিত মিকস্চার, তাই খেয়ে জ্বরজারি যেত দূদ্দার পা লিয়ে, ভিজে মাঠে আবার পায়ে উঠত চার নম্বর ফুটবল। আশর্চ্য ব্যাপার, তারপর পৃথিবী এগিয়েছে সব ব্যাপারে, শুধু যেন ডাক্তারিটা বাদ। এখনকার ডাক্তারব াবুরা কথায় কথায় গাদাগুচ্ছের রক্তপরীক্ষা, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান আরও কত কিছু করান, আর গম্ভীর মুখে দুর্বোধ্য কী সব বলেন -- কিন্তু রোগ আর সারে না। বহুদিন ধরে তিনি বুগছেন, উচ্চ রক্তচাপ, পিঠে ব্যাথা, এবং সোরিয়াসিস। 'দেখুন, চিকিৎসাশাস্ত্র একটা বিজ্ঞান। এসব রোগ নতুন কিছুও নয়। অথচ সারাবার মতো চিকিৎসা নেই কিছু। এখনও পর্যন্ত ক্যানসার হলে নো অ্যানসার। আনি ভাবছি এমন বিজ্ঞানের চাইতে হোমিওপ্যাথি। কোবরেজি, মায় মাদুলি - গ্রহরত্ন খারাপ কীসে?' আমেরিকার ডাক্তারদের হাত থেকে বাঁচতে ভদ্রলোক শরণ নিয়েছেন চ্যবনপ্রাশের --- 'ছোটবেলায় চুরি করে খেতাম। দারণ কাজের। এখন ব্যাগভর্তি করে নিয়ে যাই।' আর ব্রাহ্মী শাকের -- 'যে কদিন দেশে আছি খেয়ে নিচ্ছি চুটিয়ে। মনটা ঝরঝরে লাগে। আর স্মৃতিশক্তিও বেশ বাড়ছে মনে হয়। যা হোক, এসব কোনও ক্ষতি তো করবে না।'

শুধু রোগ নিরাময়ে ডাক্তারি নয়, মানুষের শরীর,স্বাস্থ্য, তাকে ঠিক রাখা, বেঠিক হলে মেরামত করা --- এসব মিলিয়ে বলা হচ্ছে একটা বিজ্ঞান। স্বাস্থ্যের বিজ্ঞান। এটা এমন একটা বিষয় যা নিয়ে প্রতিটি মানুষ কমবেশি চিন্তা ভাবনা করে, করতে বাধ্য হয়। যারা বিজ্ঞানের গতি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত বা বিজ্ঞানের জন্য অন্য কে ানও ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে যুক্তও হয়তোবা, তাঁদের প্রায় সবাই ও ব্যাপারে একমত যে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় স্বাস্থের বিজ্ঞানটা দ্রুত এগোচ্ছে না। এমনকি, এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্য মানুষকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করে তা হল প্রত্যেক সময়ে নির্ভুল উত্তর দেবার ক্ষমতা। কোনও অ াপেলই বোঁটা থেকে খসে সরসর করে ওপর দিকে উঠবে না। জলে লোহার টুকরো ছুড়ঁলে তা ডুবেই যাবে নির্ঘাত। তামার যৌগ থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে তামা বের করা যাবে, সোনা নয় কখনই। সূর্যগ্রহণের নির্দিষ্ট দিনেই সূর্য গ্রহণ হবে। আর হ্যালির ধূমকেতু আসবে ঠিক দিনক্ষণ, বছর মেনেই। আমাদের হাতের নাগালে সমস্ত ত্রিভূবণের তিনটে কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি, তা সে যেই মাপুক না কেন। শোয়েব আখতারের বাউন্সার থেকে বোফর্স কামানের গোলা--- সব কিছুর গতি একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই হদিশ করা যাবে। এইসব নিয়মই বের করছে আর কাজে লাগাচ্ছে বিজ্ঞান। ব্যাপারটার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ স ম্পর্কের শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলা আছে।১

ভাবলে আশর্চ্য লাগে। আজ থেকে কত বছর আগে নিউটন বলে দিলেন হাতের ছোঁড়া ঢিল বা বন্দুকের গুলি আর গ্রহ - নক্ষত্রেরচলাফেরার একটাই নিয়ম --- ত ারা সবাই মোটের ওপর সেই নিয়ম মেনেই চলছে। নিয়মগুলো একটু বদলে দিলেন আইনস্টাইন আজ থেকে একশো বছর আগে, সেই তত্ত্বের ভুল এখনও বের হয়নি। শুধু পদার্থবিদ্যা নয়, বিজ্ঞানের অন্য শাখাতেও হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না। সেই কবেই রসায়নবিদ্ হিসেব কষে বলেছেন, এক গ্রাম অণুর সংখ্যা হল মোট ামুটিভাবে ৬০২৩ এর পিঠে ২০টা শূন্য বসালে যত হয় ততগুলো, আজও রসায়নশাস্ত্র সেই হিসেবের ভিত্তিতে চলছে। এর তুলনায় স্বাস্থের বিজ্ঞান যেন মাছের ব াজার, যে যার মতো হাঁকডাক করে চলেছে। কিসের বাজার, যে যার মতো হাঁকডাক করে চলেছে। কিসের থেকে কী রোগ হয় আর কিসে কী সারে সে ব্যাপারে মহা মহা মাতব্বর পণ্ডিতরা নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করছেন -- কোনও কিছুর কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে বলেই মনেই হয় না।

।। এবার ম'লে ফিজিক্স হব ।।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী রজার পেনরোজ ভৌত তত্ত্বগুলির মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটিকে 'মহতী' (Superb) বলেছেন -- ইউক্লিডিয় জ্যামিতি, নিউটনীয় বলবিদ্যা, ম্যাকস্ওয়েল তত্ত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। তারপর কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতি বিদ্যাকে (Quantum Electrodynamics, সংক্ষেপে QRD) একটু গাঁইগুঁই করেই যেন 'মহতী' তালিকায় তুলছেন, যদিও QRD -র সাহায্যে একটি ইলেকট্রনের চৌম্বকীয় ঘূর্ণন যতটা সূক্ষ্মভাবে মাপা যায় ততটা সূক্ষ্মভাবে যদি দুপ্রান্তে দুই নগরী লস অ্যাঞ্জেলেস আর নিউ ইয়ার্কে অবস্থিত দুটি বিন্দুর দূরত্ব ম াপতে পারি তবে সেই মাপে ভুল হবার সম্ভাবনা একটি চুলের প্রস্থের চাইতে বেশি নয়।

নির্ভূলতার এহেন আদর্শ স্থাপন করলে স্বভাবতই পদার্থবিদ্যা ছাড়া বিজ্ঞানের আর কোনও শাখা 'মহতী' কোনও তত্ত্বের মালিকানা দাবি করতে পারে না। পেনরো াজও একটু কিন্তু কিন্তু করে বলেছেন, ডারউইন ও শুয়ালেস - এর প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব মহতী স্তরের কাছাকাছি এসেছে বটে, তবে

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com